দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

পাঠ্য পুস্তকের ভাষা ও বানান রীতি

বাংলা ভাষার ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও আমাদের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভাষা। শিক্ষা কোন ভাষার আশ্রয়ে সজীব হয়ে উঠে। বাংলা আমাদের মুখের ভাষা ও শিক্ষার বাহন। এ ভাষার বিভিন্ন রূপ থাকায় আমাদের শিক্ষার উন্নতি ব্যহত হচ্ছে। তবে, বাংলা ভাষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ গবেষণার মাধ্যমে এর সমাধান হিসেবে শিক্ষার বাহন আধুনিক বাংলা রীতি অর্থাৎ বাংলায় চলিত রূপ গ্রহণ করে বানান রীতিতে বিশেষ রূপ অবলম্বন করেছেন। যা বর্তমানে আমাদের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছে। সেখানে সকল বই-পুস্তক চলিত ও বিশেষ বানান রীতিতে প্রণীত। এতে আশা করা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীতে গিয়ে এদের অন্ততঃ বাংলার জন্য মাশুল দিতে হবে না। এদিকে, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত অধিকাংশ বই-পুস্তক সাধু রীতিতে প্রণীত। তাই এখানে বানান রীতির বিশেষ রূপ গ্রহণের উপায় কোথায়? তা ছাড়া বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে বিশুদ্ধ রূপ গ্রহণও আবশ্যক।

অতএব, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে আমার আবেদন হলো— সকল পাঠ্য পুস্তকের ভাষা ও বানান রীতির আধুনিকায়ন করুন।

—কাজী আশরাফুর রহমান

চিকিৎসা সহকারীদের চিকিৎসকের মর্যাদা প্রদান করা হোক

গত ৯ জানুয়ারী বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর কার্যকরী সভায় চিকিৎসা সহকারীদের চিকিৎসকের মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়েছে। চিকিৎসা সহকারীরা বাংলাদেশ মেডিক্যাল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। বাংলাদেশ চিকিৎসা অনুষদ-এর আওতায় বিভিন্ন মেডিক্যাল স্কুল থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিপ্লোমাকোর্স সমাপণ করার পর তারা দেশের থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে কার্যরত আছে। এমবিবিএস পাশ ডাক্তাররা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে, চিকিৎসা সহকারীরাও সেই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শিকতা অর্জন করে। বিএমডিসি থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন তাদেরকে "৪৫টি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ" দ্বারা চিকিৎসাযোগ্য রোগসমূহের চিকিৎসা করার দক্ষতাসম্পন্ন হিসেবে সুবিবেচনা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের চিকিৎসকের মর্যাদা বিভাগীয়ভাবে প্রদান শুধুমাত্র একটি সরকারী প্রয়াশ মাত্র।

যদি চিকিৎসা সহকারীরা চিকিৎসকের মর্যাদা না পায়, তাহলে বিষয়টি একটি জটিল এবং অমীমাংসিত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষা বিভাগে ধাপ বা স্তর যেমন স্বীকৃত— তেমনি চিকিৎসাক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী এবং সর্বনিম্ন বা মধ্যম শ্রেণীর ডাক্তারও থাকা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা সহকারীরা মধ্যম শ্রেণীর ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃত। তাই আমরা আশাকরি সামাজিকভাবে এই শ্রেণীর চিকিৎসকদের মূল্যায়ন করার ব্যাপারে সরকারী সদিচ্ছার বাস্তব প্রয়োগ হওয়া উচিত। বিশ্বের বহু দেশে চিকিৎসা সহকারীদের দ্বারা চিকিৎসা সেবার ব্যাপক এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখে মরহুম জিয়াউর রহমান এই কোর্স বাংলাদেশে আমদানী করেন। কিন্তু, বর্তমানে তা বিভিন্ন হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছে। তাই আমরা দাবী করছি পুনরায় দেশের সব স্কুলে কোর্সটি চালু করা হোক এবং কর্মরত চিকিৎসা সহকারীদেরকে চিকিৎসকের মর্যাদা প্রদান করা হোক।

—ডাঃ মোঃ তমসুর হোসেন সরকার